Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৩৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৭ই মাঘ বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 21st Jan. 1953 { ৩৪শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।৹ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵৹ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

S. P. SERVICE

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই মাঘ বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

মা সরস্বতীর প্রতিমা পূজা

—০—

মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে মা সরস্বতীর আরাধনার ব্যবস্থা আছে। মা সরস্বতীর সম্ভ্রমের জন্যই এই পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী বলিয়া কথিতা হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেবদেবীর পূজা ঘটে, পটে কিম্বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া করা হয়। পূজামণ্ডপে মায়ের প্রতিমা স্থাপিতা হইলেও তাহার সম্মুখে ঘটস্থাপন করিতে হয়। ইহা হইতেই সহজে বোঝা যায়, যাহাদের প্রতিমা নির্ম্মাণের ব্যয় করিবার শক্তি নাই কেবলমাত্র ঘটস্থাপনা করিয়া তাহাতেই মায়ের পূজাকার্য্য সমাপন করা চলে।

বিদ্যার্থিগণের মধ্যে ইংরাজ আমলে কোনও ইস্কুল কলেজে সরস্বতী প্রতিমা পূজার উপায় ছিল না। ইংরাজ রাজত্ব শেষ হওয়ার পর হইতে স্কুল কলেজে এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠশালাতেও মায়ের প্রতিমা স্থাপন করিয়া ছাত্রছাত্রিগণ মহানন্দে মহোৎসাহে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীর অর্চ্চনা করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করে।

পূর্ব্বে দেবদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাতা কারিকরগণ দেবদেবীর ধ্যান (রূপ চিন্তন) অনুসারে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন। দেবদেবীর চেহারা মানুষের আকৃতির সদৃশ হইত না। তাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেবাঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইত। কিছুদিন হইতে কলিকাতা মহানগরীর দেখাদেখি মফঃস্বলেও আর দেবাঙ্গসম্পন্ন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ রহিত হইয়া নূতন রীতিতে প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে। কালের হাওয়া দেবতাদেরও রেহাই দেয় নাই। যাঁহারা বংশ পরম্পরাগত পূজা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই দেবালয়ে প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্ম্মিত প্রতিমা দেখা যায়।

যাহা হউক আধুনিক পদ্ধতিতেও প্রাচীন পদ্ধতির মত মা সরস্বতীর হস্তে এখনও বীণাযন্ত্র শোভা পাইতেছে। বীণার স্থূল অংশটী লাউয়ের খোল (তুম্ব) দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মায়ের বক্ষে ধৃত এই তুম্বী দেখিয়া কোনও ভক্ত কবি তাঁহাকে নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

নাদাম্বুধেঃ পরং পারং
কিং ন বেৎসি সরস্বতি ?
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ
তুম্বীং বহসি বক্ষসি ?

অর্থ—নাদ—ধ্বনি, শব্দ। অম্বুধি—সমুদ্র ধ্বনিরূপ সমুদ্রের পরপার কত দূরে অবস্থিত মা সরস্বতি! তুমিও কি তা জান না? আজও সেই সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার ভয়ে তুম্বী অর্থাৎ লাউয়ের খোল বক্ষে বহন করিতেছ? মা সরস্বতী কবির এই প্রশ্নের কি জবাব দিয়াছিলেন, আমরা জানি না। কাতর-ধ্বনি, পীড়িতের আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিক হইতে শোনা যাইতেছে এর শেষ যে কোথায় কে জানে? কৃষ্টি (culture) এর জন্য তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যস্ততার সীমা নাই। আমরা যাদের মূর্খ চাষা বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখি, তারা কৃষ্টি কাহাকে বলে জানে না। তারা জানে কৃষি (agriculture). কৃষ্টি আর কৃষি এই দুটি শব্দই এক কৃষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আজ কৃষির সাহায্য ব্যতীত মায়ের পূজার নৈবেদ্যের আতপ সংগ্রহ হয় না। পূজার অন্যান্য উপকরণও কৃষিজাত কাজেই কৃষ্টি আর কৃষির মধ্যে কৃষিই প্রাণধারণের প্রধান উপায়।

নিরক্ষর কৃষকদের পাণ্ডিত্য বর্ণনা করিতে গিয়া জনৈক অখ্যাত পল্লীকবি লিখিয়াছেন—

"এদের কাগজ মা বসুমতী লেখনী লাঙ্গল।
মসী দেহ-স্বেদরাশি আলেখ্য—ফসল॥"

(এরা মূর্খ নয় গো, বিশ্ববিদ্যালয় না গিয়েও মূর্খ নয় গো, এদের বিদ্যা নইলে বিশ্ব-বিদ্যা লয় হতো যে, মূর্খ নয় গো)

অনেক ভক্তের মণ্ডপে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই ভগ্নীরই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করিতে দেখা যায়। কৃষি বিদ্যার অনুশীলন সকল দেবতারই অর্চ্চনার ফল দান করে।

অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্ন
মন্নং সর্ব্বার্থ সাধকং
দেবাসুরামনুষ্যাশ্চ
সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ।
অন্নন্তু ধান্যসম্ভূতং
ধান্যং কৃষ্যা বিনা ন চ
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য
কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥

অর্থ—অন্নই প্রাণ, অন্নই বল, অন্নই সর্ব্বার্থসাধক। দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য সকলেই অন্নোপজীবী। ধান্য হইতে অন্ন এবং কৃষি হইতে ধান্য উৎপন্ন হয়। অতএব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যত্নের সহিত কৃষিকার্য্য করা উচিত।

দুঃখিনী বঙ্গমাতার দামাল ছেলে

—০—

তখন বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশ বাঙলার অঙ্গীভূত হইয়া কলিকাতা রাজধানীস্থিত ইংরাজের শাসনাধীনে শাসিত হইত। এই সময়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক নগরীতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ঘড়িতে যখন ১টা বাজিয়া ২৩ মিনিট কটকের সরকারী উকীল জানকীনাথ বসুর সহধর্ম্মিণী প্রভাবতী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। যথাসময়ে জাতকের নামকরণক্রিয়া সম্পন্ন করিলে দেখা গেল বালকের নামের আদি ও অন্ত অক্ষর সু অর্থাৎ উত্তম। এইবার বোধ হয় অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন ইনিই **সুভাষচন্দ্র বসু**। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কটকের প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয় বিদ্যালয়ে সুভাষের বিদ্যারম্ভ হইল। এই ইস্কুলে সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কটক র‍্যাভেন্সা কলেজে ইস্কুল বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উপযুক্ত জ্ঞানদাতা গুরুর সন্ধানে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, হৃষীকেশ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ অন্বেষণ করিয়া গুরুর সন্ধান করিতে অক্ষম হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ

আরম্ভ করিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আই. এ. পাশ করিয়া বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পড়িতে পড়িতে তাঁহার ভগবৎ-প্রদত্ত দেশাত্মবোধসহ নেতৃত্ব ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সেই সময়ে একজন "ওটেন" নামক গোরা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার স্বভাব ছিল কথায় কথায় বাঙালীদের নিন্দা করা। বাঙালীর অযথা নিন্দা সুভাষচন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সহাধ্যায়িগণকে লইয়া এক ক্ষুদ্র বাহিনী গঠন করিলেন। একদিন অছিলা পাইয়া ওটেন সাহেবকে তাঁহার বাঙালী নিন্দার পুরস্কার উত্তম মধ্যম প্রদান করা হইল। এই তরুণ বাহিনীর বিজয়ী নেতা সুভাষচন্দ্র "রাষ্টিকেশন" (বহিষ্কার) পুরস্কারে পুরস্কৃত হইলেন। সার আশুতোষ প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্তাগণ মনে মনে সুভাষচন্দ্রের গৌরবে গৌরবান্বিত হইলেও, আইনের বহির্ভূত কাজ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে সুভাষচন্দ্রকে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে বি. এ. পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া মনোবিজ্ঞানে এম. এ. পাঠ আরম্ভ করিবার পর তাঁহার পিতৃদেব পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার অভিলাষ করিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মত সুবুদ্ধিচন্দ্র (?) ছেলেকে ইংরাজ রাজত্বে বিলাত পাঠানো বড় সোজা কথা ছিল না। পিতা জানকীনাথ বসু মহাশয় গবর্ণমেণ্টের উকীল হইলেও একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী যদি জামিন না হয়, সুভাষচন্দ্রকে বিলাত গমনের অনুমতি দেওয়া সরকারের পক্ষে নিরাপদ নহে।

জানকীনাথের এই সোনারচাঁদ সাহেবমারা ছেলেটির বিলাত যাইবার গ্যারাণ্টার (জামিন) হওয়া বড় কম দায়িত্বের কথা নয়। বিলাতে থাকা-কালীন সুভাষচন্দ্রের কৃতকর্ম্মের উপর নির্ভর করিবে জামিনদারের চাকরী ও বৃদ্ধ বয়সের পেন্‌সন। জানকীনাথ হতাশ হইলেন—এ হেন নিঃস্বার্থ ত্যাগী কে আছে যিনি নিজের উদরান্নের একমাত্র উপায় মোটা টাকার চাকরীকে বিপন্ন করিয়া সুভাষের জামিন দাঁড়াইবে। জানকীনাথ বসু মহাশয় ২৪ পরগণার মাহিনগরের বসু বংশজাত, তিনি যখন কটকে সরকারী উকিল, তখন চাকদহ গোঁড়পাড়ার বিখ্যাত মিত্রবংশীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ কটকে "ল্যাণ্ড একুইজিশন" ডেপুটী কালেক্টর। উভয়েই বাঙালী এবং দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। কটকে উভয়ের মধ্যে বেশ আনুগত্য হইয়াছিল। জানকী বাবু যখন ছেলের জামিন খুঁজিতেছেন, যোগেন বাবু তখন বাঙলা সরকারের রেভিনিউ বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী।

এই যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র সানন্দে বিনা দ্বিধায় বিলাতের জাহাজ ছাড়িবার আর বেশী দেরী নাই, এমন সময় সুভাষচন্দ্রের জামিন হইলেন। সুভাষ বিলাত যাত্রার সময় এই পিতার অকৃত্রিম বন্ধুর নিকট মাথাটা নোয়াইবারও সময় পান নাই। তাঁহাকে জাহাজে চড়িতে হইল। এডেন বন্দর হইতে কৃতজ্ঞতা পত্রে প্রণাম জানান।

মাত্র আট মাস পড়িয়া সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিসে চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেন। ইংরাজী রচনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন। কেম্ব্রিজ হইতে বি. এ. অনার্স লাভ করিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিলেন। বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিয়াই পিতার অভিলষিত, এত কষ্টে অর্জ্জিত সিভিল সার্ভিস পদ ত্যাগ করিলেন। বৃহৎ ত্যাগের পালা সুরু করিয়া আচার্য্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া প্রথমেই জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে বাঙলায় ইংলণ্ডের যুবরাজ আসার সময় গুরুদেব দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ গুরু-শিষ্য উভয়ে কারাতীর্থে গমন করিলেন। সুরু হইল ইংরাজ সরকারের প্রদত্ত লাঞ্ছনা-তিলক চন্দন-তিলকের অপেক্ষা উজ্জ্বলতরভাবে ললাটে প্রতিভাত হইতে।

জাতির জনক নামে অভিহিত মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের আসন লাভ করিয়া তাহাও একদিন হেলায় ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিলেন। ইংরাজ সরকারের নজরবন্দী অবস্থা হইতে কৌশলে ভারত ত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণীতে হিটলার কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। স্বাধীন আজাদ হিন্দ রাজ্য স্থাপন করিয়া হিন্দু মুসলমান-শিখ একতাসূত্রে গাঁথিয়া একীকরণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যে জহরলাল নেহেরু তাঁহাকে হিংস বলিয়া বিরোধী-ভাব প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই তিনিও কলিকাতা রাজ্যপাল ভবনে নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে দ্বিধা করেন নাই। আগামী ২৩শে জানুয়ারী তাঁহার জন্মদিন উদ্‌যাপিত হইবে। আজ বাঙলার গৌরব, বঙ্গমাতার দরদী সন্তান নেতাজী কোথায়! দুঃখিনী জন্মভূমির সকল সুখ-আশা-তরু কি দ্বিদল না হইতেই অঙ্কুরেই শুকাইবে?

নেতাজী তুমি যেখানেই থাক আমাদের অভি-বাদন গ্রহণ কর। হৃতসর্ব্বস্ব বাঙালী আজ তোমার গর্ব্বেই গর্ব্বিত। নেতা অনেক হইয়াছেন, অনেক হইবেন, কিন্তু নেতাজী বলিতে যে বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে সুভাষকেই বুঝাই ইহাই আমাদের অহংকার!

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

জঙ্গীপুর

স্থান—ম্যাকেঞ্জি পার্ক, রঘুনাথগঞ্জ

তারিখ—২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, বিচিত্রানুষ্ঠান, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি প্রমোদানুষ্ঠান।

বিশেষ আকর্ষণ—**জঙ্গীপুর শ্রী, শিশু প্রদর্শনী ও পরিপূরক খাদ্য প্রতিযোগিতা।**

আধুনিক কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং পণ্যদ্রব্যের বিরাট সমাবেশ, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস অথবা মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করুন।

ন চ ধন-গর্ব্বিত-বান্ধব-শরণং

—০—

পদমকুমার শেঠজী কোটিপতি ধনী। লম্বোদর চট্টরাজ চাটুবাক্যের ফাঁদে লক্ষ্মীপেঁচা ধরিতে সিদ্ধহস্ত। এহেন চতুর চূড়ামণি চট্টরাজ মহাশয় চটুল চালে শেঠজীর চত্বরে প্রবেশ-লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াই স্বল্পবিত্ত শেঠজীর বিশ্বাসভাজন হইয়া নানা লাভজনক ফন্দিফান্দার কূট কৌশল বিস্তার করিয়া বহু অর্থ ও বহু দ্রব্য হস্তগত করিলেন। শেষে পদমকুমারজী তাঁহার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিদের কথায় যখন সেই টাকা চাহিলেন, লম্বোদর বাবু বলিলেন—"টাকা তো সব বিজিনেসে লেগে আছে। একবারে দেওয়া অসম্ভব। আমাদের একটা ইন্‌সিওর কোম্পানির এজেন্সি আছে। তাতে যদি আমার কাছে যে টাকা পাবেন, সেই টাকার একটা ইন্‌সিওর করেন, তবে আমি বাৎসরিক দেয় প্রিমিয়ম দিয়ে যাব, আমার দেনা শোধ হ'য়ে যাবে।" প্রেমী শেঠজী তাহাতেই রাজী হইলেন। লম্বোদর বাবু কথায় যা বলেন, কাজে তা করেন না। দু'বৎসর প্রিমিয়ম দিয়ে আর দিলেন না। ইন্‌সিওর কোম্পানির সদর অফিস হইতে শেঠজীর নিকট তদন্ত করিতে অফিসার আসিলে শেঠজী লম্বোদর বাবুকে ডাকাইলেন। সদর অফিসের বাবুকে দেখিয়াই চতুর চট্টরাজ চটুল চালে হুঁকাটি লইয়া শেঠজীর পায়ের কাছে বসিয়া আনুগত্য দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন হইতে লাগিল।

শেঠজী—ক্যা বাবুজী! আব্ ক্যা ধাপ্পা চালায়েগা?

লম্বো—আপনি প্রেমী লোক। আপনার ভরসা রাখি।

শেঠজী—প্রেমী হাম্ বামাকী লিয়ে। প্রিমিয়ম বীমাকে লিয়ে। প্রেমীকা প্রিমিয়ম দেনেকা বাৎ ক্যা হুয়া? বীমা বরবাদ কর্ চুকা! জিস্‌কা বাৎকা ঠিক নাহি, উস্‌কা ..... ঠিক নাহি।

জানি না লম্বোদর বাবু এই শ্লোকটি জানেন কি না—

বরমসিধারা তরুতলে বাসঃ
বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরঞ্চ ঘোরে নরকে মরণং
ন চ ধন-গর্ব্বিত-বান্ধব-শরণং॥

ন চ ধন-গ

বিত-বান্ধব-শরণং

(প্রাপ্ত)

কুষ্ঠি-কোষ্ঠী

—০—

কে তুমি গো অঙ্গ-ঢাকা ব্যঙ্গরসের সঞ্চারক—
নির্দলীয়-কন্থা-ধারী কঙ্গরসীর পোঁ-ধারক ?
হুঁ জান না হাস্য-রসের, রসিকতা করার সখ !
ইক্ষু কি হয় বংশদণ্ড ? হংস কি হয় বৃদ্ধ বক ?
বেয়াল্লিশের বীরের কথা কোন্ মুখেতে আন্‌লে
আজ ?
কেনই বা আর আন্‌বে না তা ভীরু ভেড়ার
কিসের লাজ ?
তোমার টিকি যায়নি দেখা বেয়াল্লিশের ঝড়ের
মাঝে।
লুকিয়েছিলে সেদিন তুমি বীরের বাপের লেপের
ভাঁজে।
পিতামহ ভীষ্মে ডেকে শিখণ্ডীও বাক্য হানে।
কে শুনে সেই লম্বা কথা ? অম্বা তারে সবাই
জানে।
সবাই জানে নিজের মনে কে যে কত বীরের
বেটা,
বর্ণচোরা স্বর্ণমৃগ ভীষণ মারীচ—জানেও সেটা।
কত বড় বীর যে তুমি সে কথাটাও সবাই জানে
কুষ্ঠ ঢাকা যায় কি জামায়, 'সাল্‌কে' ঢাকা
যায় কি পানে ?
ছাতুর ড্যালায় রসগোল্লায় তফাৎ বুঝে
খোকাখুকী
রসিকতার চাদর ঢাকা গাত্র-দাহের টাকিটুকি।

বীরপুঙ্গবের বাবা।

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য মেধাবী ছাত্র প্রয়োজন। আহার, বাসস্থান ও বেতন ফ্রি। প্রয়োজন বোধে ইংরাজী ও অঙ্কে 'স্পেশ্যাল কোচিং'। —সম্পাদক

মায়ের বেদন

রমেন ও মিনু সরস্বতী পূজার পর বিদ্যালয়ে যাইতে যাইতে পথের পাশে এক মসজিদের ধারে দেখিল, যেন কে মা সরস্বতীর মত সাজিয়া বীণা হাতে লইয়া বসিয়া আছেন। মিনু তাঁহাকে বলিল —"আপনার সাজা বেশ হয়েছে। অবিকল মা সরস্বতী।"

মা সরস্বতী—ঠিক বলেছ মিনু, আমার সাজা বেশ হয়েছে। এমন সাজা (শাস্তি) যেন আর কারো না হয়।

মিনু—আমার নাম কি ক'রে জানলেন? তবে তো আপনি সত্যিকার মা সরস্বতী? দাদা, এসো আমরা মায়ের পায়ে প্রণাম করি।

উভয়ে—কজ্জল-পূরিত লোচন ভারে
কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে।
বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে
ভগবতি

মা—আর বলো না, এইবার যা বলবে তা মনে হলেই আমার কষ্ট হয়। কেন, শুনবে? শোন—

প্রায় ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে সন ১২৯১ সাল হইতে ১৩০২ সাল পর্য্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদূষী কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী আমার এই নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকারূপে সাহিত্য সাধনা করিয়া তাহা তাঁহার বিদূষী কন্যা সরলা দেবীর হস্তে সম্পাদন ভার প্রদান করেন। স্বল্পকাল পরে মাতা স্বর্ণকুমারী কন্যার হস্ত হইতে পুনরায় তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া সন ১৩২১ সাল চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সুচারুরূপে উহার সম্পাদনান্তর সরলা দেবীর পরিচালনাধীনে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের হস্তে উক্ত পত্রিকার সম্পাদন ভার প্রদান করেন। সন ১৩৩১ সালে তখন শ্রীকমলাকান্ত দালাল ঐ পত্রিকার মুদ্রাকর। কাগজ ছাপা হইতেছে, শেষ ফর্ম্মা ১১০০ কপি ছাপা হইয়াছে, তখন প্রুফ সংশোধক জগৎ ভট্টাচার্য্য দেখিল একই বানান ভুল হইয়াছে তিনবার। সম্পাদকদ্বয়কে না জানাইয়া জগৎ কমলাকান্তকে বলিল—১০৲ দশটা টাকা আমি তুমাসে দিব ভাই। এই বানান ভুল দেখলে দিদিমণি (সরলা দেবী) খুব ক্ষুণ্ণা হবেন। সমস্ত ভুল কাগজ জগৎ বাড়ী নিয়ে গেল। ১ বৎসর পর ঠোঙাওয়ালাদের কাছে বেচে দেয়। ৩৲ টাকা পায়, ৭৲ টাকা তার ভুলের মাশুল দিতে হয়। আর আজ আমার সেই নামের পত্রিকা সপ্তাহের পর সপ্তাহ একই বর্ণাশুদ্ধি চালিয়ে আস্‌ছে ১জন নয়, ২জন নয়, ৪জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী সম্পাদক-মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিতা হ'য়ে। তাঁদের মধ্যে তিন জন শিক্ষক সম্প্রদায়ের। ২জন এম. এ. একজন বি. এ. তাঁদের একটু সমীহ হয় না যে প্রথম বিজ্ঞাপন হইতে ষান্মাষিক বানানেই ণত্ব ও ষত্ব জ্ঞানের বহর সপ্তাহে সপ্তাহে চালাইতে দ্বিধা করে না।

রমেন—নিজেদের প্রেসের

মুদ্রন নৈপুণ্য

হপ্তার পর হপ্তা দেখিয়ে যাচ্ছেন।

মা—ভারতে এদের সর্ব্বোচ্চ ভাগ্যবিধাতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি নামাজ কর্‌তে আস্‌বেন যখন, এঁদের সব গুণের কথা তাঁর কাছে বলবার জন্য যতদিন দেখা না হয় মসজিদের বাইরে অপেক্ষা করবো।

জেলা মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর সব জজ আদালত

১৯৫২ সালের ১০৯নং স্বত্ব মোকর্দ্দমা

দেঃ কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ ধারার বিধানমতে উক্ত মোকর্দ্দমা

নোটিস

থানা সুতীর অন্তর্গত বাহাগলপুর গ্রাম নিবাসী রহিমবকস বিশ্বাস দিগর বাদীগণ উক্ত মৌজার ৬নং খাস খতিয়ানের ৭১৪ ও ৮৪৩ নং দাগ জলায় বাহাগলপুর গ্রাম নিবাসী সর্ব্বসাধারণের মৎস্য ধরিবার কোন স্বত্বাধিকার না থাকা প্রচারে গ্রামবাসিগণ বাদিগণের দখলে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করিতে না পারেন তন্মর্ম্মে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী পাইবার জন্য উক্ত গ্রামবাসিগণের পক্ষে শ্রীচমৎকার দাস দিগকে প্রতিবাদী করিয়া—এই আদালতে ১৯৫২ সালের ১০৯ নং স্বত্ব মোকর্দ্দমায় নালিশ দায়ের করিয়াছেন। উক্ত গ্রামবাসী যে কেহ উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী পক্ষ হইয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হইলে ধার্য্য দিন ২।২।৫৩ তারিখ মধ্যে বিবাদী পক্ষভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে পারেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা আইনমতে নিষ্পত্তি হইবে।

By order of the Court
N. K. Mazumder,
Sheristader.

শিক্ষক আবশ্যক

জাজিগ্রাম Extended M. E. School এর জন্য একজন অভিজ্ঞ B. Sc., B. T. প্রধান শিক্ষক ও একজন ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থ হেড পণ্ডিত আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক।
পোঃ জাজিগ্রাম, জেলা বীরভূম।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৫৪১ থাং ডিঃ শিবরাণী দেবী দেং মদনগোপাল সেন দিং দাবি ১১৬৸৹ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে প্রসাদপুর ৫-৫৬ শতকের কাত ৫৪৵১১ পাই আঃ ১০৲ খং ২৭৮ রায়ত স্থিতিবান।

৬৭৮ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং পূর্ণচন্দ্র দাস দাবি ১৮৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ৮ শতকের কাত ৸৹ আঃ ৫৲ খং ৩৭৫

৬৭৯ থাং ডিঃ ঐ দেং রাধারাণী দাসী দাবি ২৪৸৯ মৌজাদি ঐ ১-৬৮ শতকের কাত ২৲ আঃ ৫৲ খং ৪৫৫

৬৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং মটরচন্দ্র দাস দাবি ১৭৵৬ মৌজাদি ঐ জমি জমা উল্লেখ নাই আঃ ৫৲

৫৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ১১১।৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মথুরাপুরী ৩-১৯ শতকের কাত ১৭৵৯ আঃ ২০৲ খং ১৫৭ ও ২৬৪

৫৯২ থাং ডিঃ বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত দিং দেং দীনবন্ধু মণ্ডল দাবি ১৪।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাঁদখোলা ১-৬৪ শতকের কাত ৩৷৹ আঃ ৮৲ খং ৭২

৫৯৩ থাং ডিঃ ঐ দেং কালাচাঁদ মণ্ডল দিং দাবি ১৩৷৵৹ থানা ঐ মৌজে বাহাদিনগর ও নিস্তা ১-৬২ শতকের কাত ৩৵৮ আঃ ৮৲ খং ৩৭ ও ৫৬৮

৫৯৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৷৯ থানা ঐ মৌজে বাহাদিনগর ১-৬৮ শতকের কাত ৩৸৴৪ আঃ ১০৲ খং ৪০

৫৯৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭।৵৯ মৌজাদি ঐ ৩-৬৬ শতকের কাত ৫৸৮ আঃ ১২৲ খং ৩৮

৬০৮ থাং ডিঃ ভূপেন্দ্রমোহন সরকার কমন ম্যানেজার দেং জগবন্ধু পাল দিং দাবি ১০৷৹ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ধলো ৭১ শতকের কাত ।৵৹ আঃ ৫৲ খং ১২৮

৬৭০ থাং ডিঃ সেঃ চিন্ময়ী দেবী দিং দেং হরিপদ সাহা দিং দাবি ১৭৲৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাঞ্চনপুর ৫৭ শতকের কাত ১।০ আঃ ৫৲ খং ২৪

৬৭১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫৪৸৵০ মৌজাদি ঐ ১-৫৪ শতকের কাত ৮।০ আঃ ৩০৲ খং ৭

৬৭৩ থাং ডিঃ ভোলানাথ রায় দিং দেং আবদুল আজিজ বিশ্বাস দিং দাবি ৪৫৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাঞ্চনপুর ১-০২ শতকের কাত ৬৲ আঃ ২৫৲ খং ২৩৮

৬৭২ থাং ডিঃ রঘুনাথ বড়াল দিং দেং সন্তোষ কুমার তালুকদার দাবি ৪৭।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাসুদেবপুর ৩৩ শতকের কাত ১০৲ আঃ ২০৲ খং ১১

৫৮৪ থাং ডিঃ কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর দেং হাজি আমিরুদ্দিন মুন্সী দাবি ১৬।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রাজনগর ১০১ শতকের কাত ১।৵৹ আঃ ৫৲ খং ৩৯

৫৮৫ থাং ডিঃ সর্দ্দি বাঈ দেং কিশোরীমোহন দাস দাবি ৩৫৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গদাইপুর ১-৯৪ শতকের কাত ৫৸৮ আঃ ৩০৲ খং ১৬

৫৮৬ থাং ডিঃ ঐ দেং জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য দিং দাবি ১৬৪৷৵৹ মৌজাদি ঐ ৭-৭৭ শতকের কাত ২৭৬ আঃ ১৫০৲ খং ৩৪

৬০৯ থাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দিং দেং রসুল মহম্মদ মণ্ডল দাবি ২০।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশিপুর ১০ শতকের কাত ১/৬ আঃ ১০৲ খং ৭৯

৬১৬ থাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেং মনোজমোহন সরকার দাবি ১০৭৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দফরপুর ৪-৮৩ শতকের কাত ১৫৵০ আঃ ১০৲ খং ৫৭২

৬৫৫ থাং ডিঃ মোতওয়ালি আবুল হোসেন মহম্মদ কলিমুল্লাহ দেং বিষ্ণুচরণ রায় দাবি ১৫৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মিঠিপুর ১-৫৯ শতকের কাত ৪৸৵১ আঃ ৫৲ খং ১৮ ও মৌজে সেকেন্দরা খং ২৯

৬৬৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৫৷৵০ মৌজাদি ঐ ৭-৫২ শতকের কাত ১০৲ আঃ ১০৲ খং ৯৬

৬৫৬ থাং ডিঃ ঐ দেং মাজেদ সেখ ওরফে এসার সেখ দাবি ৩৯৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খিদিরপুর ১-৪৫ শতকের কাত ৫৷৵৩ আঃ ১০৲ খং ২০২

৬৩৬ থাং ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং ত্রিভঙ্গিনী দেবী দাবি ৬০৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ১-৬২ শতকের কাত ৮৲ আঃ ৫০৲ খং ৭৪৮।৪৭ রায়ত স্থিতিবান।

৬৩৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৭/০ থানা ঐ মৌজে সেওা জামুয়ার ৯০ শতকের কাত ৩৷৬ আঃ ২৫৲ খং ৭৪৮।৪৮

৬০৩ থাং ডিঃ ঐ দেং পশুপতি মহান্ত দিং দাবি ২২৵৬ মৌজাদি ঐ ১-৯ শতকের কাত ৬।৵৬ পাই আঃ ২৫৲ খং ৩৭৯।১ রায়ত স্থিতিবান

৫৯৮ থাং ডিঃ ঐ দেং শিবরাণী দেবী দাবি ১২।৵৯ থানা ঐ মৌজে মণ্ডলপুর ৭ শতকের কাত ১৫৮ পাই আঃ ৫৲ খং ৯৪৪ ঐ স্বত্ব

৬০০ থাং ডিঃ ঐ দেং হরিহর ঘোষাল দাবি ২২।৵৯ মৌজাদি ঐ ৯৬ শতকের কাত ৫৲ আঃ ২৫৲ খং ৯৫৮

৪৬৭ থাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং যতীন্দ্র মোহন রায় দাবি ১০৬৷৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ৮-০২ শতকের কাত নিজাংশে ১৪।৵০ আঃ ৭৫৲ খং ১৬১, ৭৯২

৩৬০ থাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং মানহারি ঘোষ দিং দাবি ৬৪৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদেবপুর ৮০ শতকের কাত ৮৸০ নিজাংশে ২৷০ আঃ ২০৲ খং ৩৬৩

৩৭৮ থাং ডিঃ সেঃ কুমাররুষ্ণ ঘোষ দিং দেং তোরাবুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ২০৸৯ থানা সুতী মৌজে উমরাপুর ৩৯ শতকের কাত ১/০ আঃ ৫৲ খং ১৩৯০

৬৩১ থাং ডিঃ কুমার রামকিঙ্কর সিংহ দেং রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ২৬।/০ থানা সুতী মৌজে অমরপুর ২-৫৮ শতকের কাত দেওয়া নাই আঃ ২০৲ খং ১৪৯

৩৪০ থাং ডিঃ রাধাবল্লভ দাঁ দিং দেং অহেদ আলি সেখ দাবি ৯৸৵০ থানা সুতী মৌজে কালিনগর ১৯ শতকের কাত ৷০ আঃ ৫৲ খং ২৪০ রায়ত স্থিতিবান।

১১৭ থাং ডিঃ আচার্য্য চৌধুরী ওয়ার্ডস ষ্টেট পক্ষে কালেক্টর অব মালদহ দেং আবদুল রহমান মণ্ডল দিং দাবি ৩৫/৯ থানা সুতী মৌজে নুরপুর ৯১ শতকের কাত ২৸৬ আঃ ১০৲ খং ৭০৮ রায়ত স্থিতিবান।

৪৯১ থাং ডিঃ জনাব ম. তুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং দাবি ২৭/৬ থানা সুতী মৌজে খিদিরপুর ৯৫ শতকের কাত ২৷৩ নিজাংশে ।৵৯ আঃ ৫৲ খং ৩৬

২১ মনি ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং কলিমুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ২৩১৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর বাগডাঙ্গা ৮৫ শতকের কাত ২৷/০ খং ৭১৬

৩৩ স্বত্ব ডিঃ হেসাম সেখ দিং দেং রওজাতন বিবি দিং দাবি ৪৯।৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ৬১ শতক মধ্যে ২৪ শতকের কাত ১৲ দক্ষিণ পশ্চিম ধারে আঃ ২০৲ খং ৮১৪ মৌজাদি ঐ ৪০ শতক মধ্যে ১৬ শতক উত্তর-পূর্ব্ব ধারে।

৫১ স্বত্ব ডিঃ শ্যামাপদ সাহা দিং দেং যতীনরাম ভড় দিং দাবি ১৬৭৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে লক্ষাহার ওরফে নূতনগঞ্জ /৪৵০ ছটাকের কাত ১৷/ আঃ ২০৲ খং ১৭৯ অধীনস্থ খং ১৮০ কোর্ফা স্বত্ব।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫...

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসাল...
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়
* * *
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী ...

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটি... রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছে... স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকা... প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদো... বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্য... পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্ত... পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তু... 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবে... প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি... শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ৵৹ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজর...
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২

এলোপ্যাথিক
ঔষধ
এখানে পাইকারী ও খুচরা সর্বপ্রকার ঔষধ সুলভে পাওয়া যায়
ন্যাশনাল মেডিকেল হল
জিয়াগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।